বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরস্থ সম্মেলন কক্ষে ১০/০২/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত
মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্য বিবরণী ঃ

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জানুয়ারী/২০১৬ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতির উপর মাসিক পর্যালোচনা সভা ১০/০২/২০১৬ তারিখে সদর দপ্তরস্থ সম্মেলন কক্ষে জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাঠ পর্যায় ও সদর দপ্তরের সকল কর্মকর্তাসহ কর্তৃপক্ষের মাননীয় চেয়ারম্যান,জনাব ড. মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ সংযুক্ত হ'ল।

আলোচনা-১ ঃ

চেয়ারম্যান মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন এবং নির্বাহী পরিচালককে সভা পরিচালনার অনুরোধ জানান। অতঃপর নির্বাহী পরিচালক উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

আলোচনা-২ ঃ ১৬/০১/২০১৬ তারিখে কর্তৃপক্ষের মাসিক সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ ঃ

গত ১৬/০১/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সভার কার্যবিবরণী ১০/০২/২০১৬ তারিখে মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোন দ্বিমত না থাকায় তা নিশ্চিত করার জন্য একমত পোষণ করা হয়।

APA (Annual Performance Agreement) সম্পর্কে আলোচনাকালে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের সহিত কর্তৃপক্ষের মধ্যে সারা বছরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সে মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। যে পরিমান লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন ও নিয়মিত মনিটরিংপূর্বক অর্জিত কাজের তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরো জানান যে, পর্যায়ক্রমে মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরের সাথে এধরনের চুক্তি সম্পাদনের কার্যক্রম গ্রহন করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, জনাব মোঃ আব্দুল লতিফকে নির্দেশ প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ নিম্নবর্ণিত তথ্য উপস্থাপন করেন ঃ

APA তে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যে নম্বর নির্ধারন করা হয়েছে সেখানে "নিয়মিত ও উন্নয়ন কার্যক্রম ও কর্মসম্পাদন" এ রয়েছে ৮৫ নম্বর এবং "বধ্যতামূলক কার্যক্রম ও কর্মসম্পাদন" এ রয়েছে অবশিষ্ট ১৫ নম্বর। বাধ্যতামূলক কার্যক্রম ও কর্মসম্পাদন সূচকসমূহের মধ্যে রয়েছে কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের সিটিজেন চার্টার ওয়েব সাইটে প্রকাশ, অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ, অনলাইন সেবা চালু ও সহজীকরণ, খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, মন্ত্রণালয়ের সহিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমঝতা স্মারক স্মাক্ষর এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন। এর মধ্যে বর্তমানে সদর দপএরর সিটিজেন চার্টার ওয়েব সাইটে প্রকাশ, অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ, অনলাইন সেবা চালু ও সহজীকরণ, মন্ত্রণালয়ের সহিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এর কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে বলে তিনি সভায় অবহিত করেন। অবশিষ্ট যে কার্যক্রমগুলো এখনো গ্রহণ করা হয়নি তা গ্রহণের জন্য তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

APA (Annual Performance Agreement) সম্পর্কে চেয়ারম্যান মহোদয় জানান যে, মন্ত্রণালয়ের সহিত কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক প্রনিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য মূখ্যসচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় অবহিত করেছেন। এ বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহিত আলোচনা করেন এবং একটি **Detail Action Plan** তৈরি করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

২.১ ঃ গত ১৬/০১/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন ও বিয়োজন না থাকায় তা নিশ্চিত করা হলো।

২.২ ঃ APA বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সদর দপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং মনিটরিং জোরদার করতে হবে এবং একটি **Detail Action Plan** তৈরির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

আলোচনা- ৩ ঃ "গভীর নলকূপ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে আলোচনা"ঃ

নির্বাহী পরিচালক মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় গভীর নলকূপ খনন, কমিশন, ব্যবহার এবং সেচচার্জ আদায়ের ১০/০২/২০১৬ মাসের নিম্নরূপ প্রতিবেদন পেশ করা হয় ঃ

ক্রঃ নংঃ	রিজিয়ন/জেলা	গভীর নলকূপ (সংখ্যা)			সেচচার্জ আদায় (লক্ষ টাকা)		পার্থক্যের শতকরা হার (%)
		খনন	কমিশন	ব্যবহার	বিগত বছর	চলতি বছর	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	রাজশাহী	২৮৮১	২৮৮১	২৮৪৭	২০৭১.৪৪	১৬৩৫.১২	-২১.০৬%
২	চাঃ নবাবগঞ্জ	১৬৪৩	১৬৪১	১৫৮৬	১৩৯২.৭৩	১২০৮.৬৮	-১৩.২২%
৩	নওগাঁ-১	২১৪৯	২১৪৯	২১২৩	১৩৪৬.৩৭	১০৫০.৫১	-২১.৯৭%
৪	নওগাঁ-২	১৯৫১	১৯৫১	১৯৪৭	১০১৪.২৬	১০১১.১১	-০.৩১%
৫	নাটোর	৩০০	৩০০	২৮২	১২০.৯২	৭০.৫০	-৪১.৭০%
৬	পাবনা	৩৩১	৩২৮	২৮০	৬৮.৮৬	৪৫.০৩	-৩৪.৬০%
৭	সিরাজগঞ্জ	১৬০	১৬০	১৫০	৬৬.৯৩	৪৫.৬৫	-৩১.৭৯%
৮	বগুড়া	২৭০	২৩৬	২০৮	৫৯.২৪	৪৮.৭০	-১৭.৭৯%
৯	জয়পুরহাট	৩৫১	৩৪৫	৩১৪	৬৮.৬২	৬৪.০৪	-৬.৬৮%
মোট রাজশাহী বিভাগ ঃ		১০০৩৬	৯৯৯১	৯৭৩৭	৬২০৯.৩৭	৫১৭৯.৩৪	-২১.০১%

22/02/16

ক্রঃ নংঃ	রিজিয়ন/জেলা	গভীর নলকূপ (সংখ্যা)			সেচচার্জ আদায় (লক্ষ টাকা)		পার্থক্যের শতকরা হার (%)
		খনন	কমিশন	ব্যবহার	বিগত বছর	চলতি বছর	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০	রংপুর	৬৮৭	৬৩৬	৫৮০	৯৩.৩৯	৯৯.৩৮	৬.৪১%
১১	নিলফামারী	২৮৩	২৪৩	২২৭	২২.৫৯	২৭.৭২	২২.৪৭%
১২	কুড়িগ্রাম	৫১৫	৪৬৩	৪৩২	৩৮.৬০	৫০.১৪	২৯.৯১%
১৩	লালমনিরহাট	২৯২	২৮৫	২৪৭	২৫.২৯	২৪.৪৩	-৩.৩৯%
১৪	গাইবান্ধা	৪৫২	৪২০	৪০৫	৪৪.৮০	৬৬.৮৮	৪৯.২৮%
১৫	ঠাকুরগাঁও	১৪০৬	১৩৫৯	১৩০৯	২১৯.৪৫	৩২৬.৯৯	৪৮.৯৮%
১৬	দিনাজপুর	১৬২০	১৪৯০	১৪১৫	৩৪৯.৭৬	৩৯১.৭৩	১২.০০%
১৭	পঞ্চগড়	৩৮৯	৩২৯	৩১৭	৫০.১২	৫৪.৪১	৮.৬০%
	মোট রংপুর বিভাগ ঃ	৫৬৪৪	৫২২৫	৪৯৩২	৮৪৪.০০	১০৪১.৬৮	২৩.৪২%
	সর্বমোট ঃ	১৫৬৮০	১৫২১৬	১৪৬৬৯	৭০৫৩.৩৭	৬২২১.০২	-১১.৮০%

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সেচচার্জ আদায়ের অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনাকালে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, বিগত বছরের তুলনায় চলতি বছরের জানুয়ারী ২০১৬ পর্যন্ত আদায়কৃত সেচচার্জ অনেক কম। তাছাড়া কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতভাতাদি, বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ ব্যয় সেচচার্জ আদায়ের উপর নির্ভরশীল। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে চলতি বছরের সেচচার্জ আদায়ের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন সেচচার্জ আদায় প্রতিবেদন যাচাই বাছাইকালে দেখা যায় যে, কোন কোন উপজেলা সেচচার্জ আদায় বিগত বছরের তুলনায় অনেক কম। যেসব উপজেলায় সেচচার্জ আদায় বিগত বছরের তুলনায় অনেক কম সেসব উপজেলায় কি কি উপায়ে সেচ চার্জ আদায় বৃদ্ধি করা যায় তা পর্যবেক্ষন করা প্রয়োজন। একইসাথে সেচচার্জ আদায়ের বিষয়টি সঠিকভাবে মনিটরিং করার উপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

সেচচার্জ বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনাকালে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁও জানান যে, ইউনিট-২, ঠাকুরগাঁও এলাকায় সেচচার্জ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কৃষকদেরকে বাস্তবতা উল্লেখ করে সেচচার্জ বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। গভীর নলকূপগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে অপারেটরদের পারিপার্শ্বিক প্রভাব কমিয়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হলে সেচচার্জ বাড়ানো সম্ভব বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। সেচচার্জ বৃদ্ধির বিষয়ে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয় জানান যে, কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্রের বিভিন্ন এলাকার মাটির অবস্থা বিবেচনা করে স্থানভেদে সেচচার্জ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। নির্বাহী পরিচালক জানান যে, মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন এলাকায় গভীর নলকূপে ব্যবহৃত এনার্জি মিটারের ইউনিট কনজামশন এ অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা সঠিকভাবে মনিটরিং করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। এর ফলে কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, গভীর নলকুপ শাখা সভাকে অবহিত করেন যে, কর্তৃপক্ষের বেশ কিছু গভীর নলকুপের ঘন্টাপ্রতি ইউনিট কনজামশন ২১ বা তদূর্ধ হওয়ায় উক্ত গভীর নলকুপগুলির সেচচার্জ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে ২১ ইউনিট কনজামশন হলে গভীর নলকুপের ডিসচার্জ ২.০০ কিউসেকের বেশী আসে। উদাহরণ স্বরুপ একটি গভীর নলকুপের ঘন্টাপ্রতি ইউনিট কনজামশন ২১ হলে গভীর নলকুপ পরিচালনায় মোট খরচ দাঁড়ায়; (ক) ঘন্টাপ্রতি বিদ্যুৎ বিল (২১ X ৩.৮২) = ৮০.২২ টাকা, (খ) ঘন্টাপ্রতি অপারেটর ভাতা = ১০/- টাকা, (গ) ঘন্টাপ্রতি ও এন্ড এম খরচ = ১৬/- টাকা, (ঘ) ঘন্টাপ্রতি কর্মচারী ভাতা = ১৪/- টাকা, (ঙ) ঘন্টাপ্রতি গড়ে পূর্নবাসন খরচ = ৩/- টাকা, (চ) ঘন্টাপ্রতি গড়ে নো-লোড খরচ = ২.৩০ টাকা, (ছ) ঘন্টাপ্রতি গড়ে অন্যান্য খরচ = ৭/- টাকা হলে সর্বমোট ১৩২.৫২ টাকা। এমতাবস্থায়, ঘন্টাপ্রতি ইউনিট কনজামশন ২১ বা তদূর্ধ ইউনিট কনজামশন এর ক্ষেত্রে গভীর নলকুপগুলি লভজনক পর্যায়ে রাখতে হলে ঘন্টাপ্রতি সেচচার্জ ১৩০/- (একশত ত্রিশ) নির্ধারণ করা প্রয়োজন বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয় জানান যে, কর্তৃপক্ষের অধিকাংশ খন্ডকালীন অপারেটরগণ গভীর নলকূপ পরিচালনার ক্ষেত্রে চুক্তি ও স্বজনপ্রীতি করছে। এর ফলে স্কীমভূক্ত কৃষকগণ তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক আবস্থার উন্নতিও হচ্ছে না। বর্তমান প্রেক্ষপটে যুগোপযোগী কৃষি বান্ধব সেচনীতিমালা গঠন করা প্রয়োজন। গভীর নলকুপের অপারেটর নিয়োগ/পরিবর্তন বিষয়ে পূর্বের নীতিমালা পরিবর্তন করে একটি নতুন নীতিমালা প্রনয়নের মাধ্যমে অপারেটর নিয়োগ/পরিবর্তন করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। অপারেটর নিয়োগ/পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে একটি কমিটি গঠনের জন্য তিনি প্রস্তাব উপস্থাপন করেন ঃ

১.	জনাব ড. মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরী, মাননীয় চেয়ারম্যান, বিএমডিএ, রাজশাহী	আহব্বায়ক
২.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিএমডিএ, ঠাকুরগাঁও	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ শামসুল হোদা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিএমডিএ, রাজশাহী	সদস্য
৪.	জনাব ড. মোঃ আবুল কাসেম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিএমডিএ, রাজশাহী	সদস্য
৫.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিএমডিএ, রংপুর সার্কেল	সদস্য
৬.	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মনির, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএমডিএ, রাজশাহী	সদস্য সচিব

এই কমিটি কাজের তাগিদে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে Co-Opt করতে পারবেন বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রধান মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ১ (এক) কোটি বেকার যুবকের বেকারত্ব দূর করা হবে। তা বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অপারেটর নিয়োগ করে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হলে প্রধান মন্ত্রীর দেয় প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে তিনি সভায় অবহিত করেন। মাটির অবস্থা পরীক্ষা করে জমিতে কখন কতটুকু পানি লাগবে তা বিবেচনা করে পানি প্রদান করতে পারবে এমন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে ৫ বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করে বেকারত্ব দূর করার পাশাপাশি মাটির প্রকার ভেদে সেচ প্রদানের মাধ্যমে সেচচার্জ বাড়ানো যেতে পারে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। অপারেটর নিয়োগের পর গভীর নলকুপ পরিচালনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করে অভিজ্ঞ করে তোলার জন্য তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

চুক্তিভিত্তিকভাবে গভীর নলকুপ পরিচালনার বিষয়ে আলোচনাকালে আত্রাই জোনের সহকারী প্রকৌশলী জানান যে, কোন কোন এলাকার কৃষকগণ চুক্তিতে সেচের পানি নিতে আগ্রহী। কারণ তারা নগদ টাকা পরিশোধ করে সেচ প্রদান করতে অসমর্থ এবং এসবক্ষেত্রে অপারেটরগণ তাদেরকে চুক্তিতে পানি সরবরাহ করে থাকে। ফুলবাড়ী জোনের সহকারী প্রকৌশলী জানান যে, কৃষকের আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকার কারণে চুক্তির মাধ্যমে

22/02/17

তারা চাষাবাদ করে থাকে। কৃষকদেরকে ব্যাংকের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা গেলে চুক্তিভিত্তিক গভীর নলকূপ পরিচালনা বন্ধ করা সম্ভব বলে সভাকে অবহিত করেন। সে প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান মহোদয় জানান যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর এর সাথে যোগাযোগ করে কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান করা সম্ভব বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। বদলগাছী জোনের কোন গভীর নলকূপ চুক্তিতে পরিচালিত হবে না বলে চেয়ারম্যান মহোদয় সভায় মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো জানান যে, সেচযন্ত্র হতে পানি গ্রহণের জন্য প্রত্যেক কৃষকের ব্যক্তিগত পানি ব্যবহারকারী কার্ড থাকা প্রয়োজন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁও সার্কেল জানান যে, কর্তৃপক্ষের ইউনিট-২ এলাকায় প্রতিটি কৃষকের আলাদা আলাদা পানি ব্যবহারকারী কার্ড রয়েছে। এর প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান মহোদয় জানান যে, বদলগাছী জোনের সকল গভীর নলকূপের কৃষকদের আলাদা আলাদা পানি ব্যবহারকারী কার্ড তৈরি করে গভীর পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে। গভীর নলকূপ চুক্তিতে পরিচালিত না করা এবং সকল কৃষকের আলাদা আলাদা পানি ব্যবহারকারী কার্ড এর মাধ্যমে গভীর নলকূপ পরিচালনার মডেল জোন হিসাবে বদলগাছী জোনকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। চুক্তিতে গভীর নলকূপ পরিচালনা না করার বিষয়ে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ কারার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, নওগাঁ রিজয়ন-১ সভায় মতামত ব্যক্ত করেন।

গভীর নলকূপ বিদ্যুতায়ন এর বিষয়ে অলোচনাকালে নির্বহী প্রকৌশলী, গভীর নলকূপ শাখা জানান যে, চলতি বছরে মোট ৬০৩টি গভীর নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রয়োজন এর মধ্যে ২৯৮টিতে সংযোগ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট গভীর নলকূপগুলোতে বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর প্রেক্ষিতে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, চলতি বছরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যে সকল সেচযন্ত্রে এখনও বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়নি সেগুলির বিদ্যুতায়ন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে ব্যবহারে আনা প্রয়োজন। যে সকল সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়নে জটিলতা রয়েছে তার সঠিক কারণ/সমস্যা নিরূপনপূর্বক সদর দপ্তরকে অবহিত করার জন্য তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। সহকারী প্রকৌশলী, ভোলাহাট জোন জানান যে, সাব স্টেশন থেকে কোন কোন গভীর নলকূপের দূরত্ব অনেক বেশী হওয়ায় প্রয়োজনীয় পরিমান ভোল্টেজ পাওয়া যাচ্ছে না ফলে গভীর নলকূপগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। গভীর নলকূপগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সভায় অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, এধরনের সমস্যাযুক্ত গভীর নলকূপসমূহে সঠিক মানের ক্যাপাসিটর ও ভোল্টেজ রেগুলেটর স্থাপন করে সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ

৩.১ ঃ যেসব উপজেলায় সেচচার্জ আদায় বিগত বছরের তুলনায় কম সেসব উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং জোরদার এবং সেচচার্জ আদায়ের অগ্রগতি তরান্বিত করতে হবে।

৩.২ ঃ মাঠ পর্যায়ে গভীর নলকূপে ব্যবহৃত এনার্জি মিটারের ইউনিট কনজামশন সঠিকভাবে মনিটরিং করে সেচচার্জ নির্ধারণ করতে হবে।

৩.৩ ঃ অপারেটর নিয়োগ/পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পূর্বের নীতিমালা পরিবর্তন করে একটি নতুন নীতিমালা প্রনয়নের মাধ্যমে গভীর নলকুপের অপারেটর নিয়োগের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হলো।

৩.৪ ঃ চুক্তিভিত্তিতে গভীর নলকূপ পরিচালনা না করার জন্য কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৫ ঃ চলতি বছরের প্রয়োজন অনুযায়ী যে সকল সেচযন্ত্রে এখনও বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়নি সেগুলি বিদ্যুতায়ন দ্রুত সম্পন্ন করে সেচকাজে ব্যবহারে আনতে হবে এবং যেগুলোতে জটিলতা রয়েছে তার সঠিক কারণ/সমস্যা নিরূপনপূর্বক সদর দপ্তরকে অবহিত করতে হবে।

৩.৬ ঃ সাব স্টেশন থেকে অনেক দূরে থাকার কারণে যে সকল গভীর নলকূপে প্রয়োজনীয় পরিমান ভোল্টেজ পাওয়া যাচ্ছে না সে ধরনের গভীর নলকূপসমূহে সঠিক মানের ক্যাপাসিটর ও ভোল্টেজ রেগুলেটর স্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আলোচনা-৪ঃ বিবিধ ঃ

প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনাকালে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের গুনগতমান যথাযথ ভাবে বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শতভাগ কাজ সম্পাদন করতে হবে। তিনি আরও জানান যে, মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ কাজের মান সঠিকভাবে বাজায় রাখার লক্ষ্যে পরিদর্শণের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। ইতিমধ্যে খাল ও পুকুর পুনঃখননের কাজ সম্পাদন শেষে তা সঠিকভাবে পরিমাপের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। উক্ত কমিটি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।

নির্বাহী পরিচালক সকলকে যথাসময়ে অফিসে উপস্থিত থাকার জন্য গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন অফিস প্রধানরা যথাসময়ে অফিসে উপস্থিত হলে অন্যরাও যথাসময়ে উপস্থিত থাকবেন। কোন কারণবশতঃ কেউ অনুপস্থিত থাকলে কিংবা অফিসে আসতে বিলম্ব হলে পূর্বেই স্ব-স্ব অফিসকে অবহিত করবেন। মাঠ পর্যায়ের দপ্তরগুলোতে বন্ধের দিনে বিশেষ করে শুক্র ও শনিবারে কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার অনুমতি নেয়ার উপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। সদর দপ্তর, সার্কেল দপ্তর ও রিজিয়ন দপ্তর হতে ল্যান্ড ফোনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় আলোকপাত করা হয়।

কর্তৃপক্ষের সচিব এবং শুদ্ধাচার কমিটির আহবায়ক জানান যে, সরকারী বিধিবিধান সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সভায় মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তর প্রধানগণকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অগ্রণী ভূমিকা পালন করার জন্য আহবান জানানো হয়। বিগত সভায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল তা সঠিকভাবে বাস্তায়নের জন্যও তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

মাসিক প্রতিবেদন প্রদানের বিষয়ে আলোচনাকালে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, প্রতিটি কাজের বছরওয়ারী তুলনামূলক চিত্র মাসিক প্রতিবেদনে থাকা প্রয়োজন। উদাহরন হিসাবে তিনি জানান যে, বিগত বছর ও চলতি বছরে ব্যবহৃত সেচযন্ত্র, সেচ এলাকা, উৎপাদিত ফসল ও উপকারভোগীর সংখ্যা ইত্যাদিসহ প্রতিবেদন থাকলে কর্তৃপক্ষের কাজের অবস্থা সম্পর্কে একটি বাস্তব চিত্র পাওয়া সম্ভব হয়। বিধায় এ ধরনের প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য তিনি উপস্থিত সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় নির্বাহী পরিচালক জানান যে, ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর হতে সিটিজেন চার্টার ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে। এখন মাঠ পর্যায়ের দপ্তরগুলোর সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে আপলোড করা প্রয়োজন। মাঠ পর্যায়ের সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জনাব মোঃ শামসুল হোদা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এর সাথে যোগাযোগ করে ইতোমধ্যে প্রকাশিত সিটিজেন চার্টার এর ন্যায় প্রস্তুত করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় জানান যে, **Agro Ecological Approach** এর উপর **FAO** ও বাহিরের অন্যান্য সংস্থার সাথে আলোচনা করা যেতে পারে একইসাথে এ ধরণের বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণেরন উপরও তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন ধরণের গ্রহীত কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য তিনি একটি কমিটি গঠনের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

২২/০৩/১৭

সিদ্ধান্ত ঃ

৪.১ঃ কর্তৃপক্ষে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের সকল কাজের গুনগতমান বজায় রেখে যথাসময়ে শতভাগ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

৪.২ঃ খাল, পুকুর, অন্যান্য জলাধার পুনঃখনন সম্পাদন শেষে তা সঠিকভাবে পরিমাপের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে।

৪.৩ ঃ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরগুলোতে বন্ধের দিনে কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমতি নিতে হবে। সদর দপ্তর, সার্কেল দপ্তর ও রিজিয়ন দপ্তর হতে ল্যান্ড ফোনের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। (দায়িত্ব ঃ সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলী/সকল রিজিয়ন)।

৪.৪ ঃ বিগত সভায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রদানকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৪.৭ ঃ প্রতিটি কাজের বছরওয়ারী তুলনামূলক তথ্য মাসিক প্রতিবেদনে উপস্থাপন করে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

৪.৮ ঃ সদর দপ্তর হতে প্রকাশিত সিটিজেন চার্টার এর ন্যায় মাঠ পর্যায়ের সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত করে ওয়েব সাইটে প্রকশের প্রযোজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪.৯ঃ Agro Ecological Approach এর উপর FAO ও বাহিরের অন্যান্য সংস্থার সাথে সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে নিষ্ঠার সহিত নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আব্দুর রশীদ)
নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
বিএমডিএ, রজিশাহী।

স্মারক নং-বিএমডিএ/নিঃপঃ/মঃঅঃ-৯১/২০১৪-১৫/ ২৫২৭ তারিখ ঃ ২৪/০২/১৫

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরন করা হ'ল ঃ- (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গভীর নলকূপ/পরিকল্পনা/ভূ-পরিস্থ পানি ও অবকাঠামো উন্নয়ন শাখা, বিএমডিএ, রাজশাহী।
২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিএমডিএ, রংপুর সার্কেল, রংপুর/ইউনিট-২, ঠাকুরগাঁও।
৩. প্রকল্প পরিচালক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী), কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএমডিএ, রাজশাহী।
৪. সচিব, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী।
৫. প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহী প্রকৌশলী), ভূ-পরিস্থ পানি উন্নয়নে সেচ কর্মসূচী, বিএমডিএ, রাজশাহী।
৬. প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহী প্রকৌশলী), স্মার্ট কার্ড বেইজড প্রি-পেইড পাম্প ইউজেস এন্ড এনার্জি মিজারিং সিষ্টেম প্রকল্প-২য় পর্যায়, বিএমডিএ, রাজশাহী।
৭. প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহী প্রকৌশলী), রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন প্রকল্প, বিএমডিএ, রাজশাহী।
৮. প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহী প্রকৌশলী), খাবার পানি সরবরাহ প্রকল্প-৩য় পর্যায়, বিএমডিএ, রাজশাহী।
৯. প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহী প্রকৌশলী), বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়), বিএমডিএ, রাজশাহী।
১০. নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএমডিএ, রাজশাহী/নওগাঁ-১/নওগাঁ-২/চাঁপাই নবাবগঞ্জ/ঠাকুরগাঁও/দিনাজপুর/পঞ্চগড়/রংপুর/কুড়িগ্রাম/ গাইবান্ধা/পাবনা/নাটোর/সিরাজগঞ্জ/বগুড়া/জয়পুরহাট রিজিয়ন/জেলা।
১১. নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএমডিএ, সদর দপ্তর, রাজশাহী (সকল)।
১২. উপ-ব্যবস্থাপক (কৃষি), বিএমডিএ, রাজশাহী।
১৩. হিসাব রক্ষণ অফিসার-১/২, বিএমডিএ, রাজশাহী।
১৪. সহকারী প্রকৌশলী, বিএমডিএ, ...জোন (সকল)।
১৫. সহকারী প্রকৌঃ/অডিট অফিঃ/পাবলিক রিলেঃ অফিঃ/রসায়নবিদ/সহকারী ব্যবস্থাপক(কৃষি), বিএমডিএ, সদর দপ্তর,রাজশাহী।
১৬. অফিস কপি/প্রধান নথি।

(মোঃ আশরাফুল ইসলাম)
সহকারী প্রোগ্রামার
ও
মনিটরিং অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। চেয়ারম্যান, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।
২। নির্বাহী প্ররিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

১৬/০১/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক পর্যালোচনা সভার উপস্থিতির বিবরণী

পরিশিষ্ট-"ক"

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	কর্মস্থল	মন্তব্য
১	মোঃ শামসুল হোদা	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	সদর দপ্তর	
২	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খান	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	ঠাকুরগাঁও	
৩	মোঃ শরীফুল হক	সচিব (ভারপ্রাপ্ত)	সদর দপ্তর	
৪	মোঃ ইকবাল হোসেন	নির্বাহী প্রকৌশলী	সদর দপ্তর	
৫	এ টি এম মাহফুজুর রহমান	নির্বাহী প্রকৌশলী	সদর দপ্তর	
৬	মোঃ আব্দুল মালেক চৌধুরী	নির্বাহী প্রকৌশলী	নওগাঁ-২ রিজিয়ন	
৭	মোঃ আব্দুল লতিফ	নির্বাহী প্রকৌশলী	সদর দপ্তর	
৮	রেজা মোঃ নুরে আলম	নির্বাহী প্রকৌশলী	দিনাজপুর রিজিয়ন	
৯	মোঃ জিন্নুরাইন খান	নির্বাহী প্রকৌশলী	পাবনা/সিরাজগঞ্জ	
১০	মোঃ শহীদুর রহমান	নির্বাহী প্রকৌশলী	সদর দপ্তর	
১১	মোঃ নুর ইসলাম	নির্বাহী প্রকৌশলী	কুড়িগ্রাম রিজিয়ন	
১২	সুমন্ত কুমার বসাক	নির্বাহী প্রকৌশলী	সদর দপ্তর	
১৩	এ এইচ এম কুদরত-ই-এলাহী	নির্বাহী প্রকৌশলী	গাইবান্ধা রিজিয়ন	
১৪	শিব্বির আহম্মেদ	নির্বাহী প্রকৌশলী	সদর দপ্তর	
১৫	প্রকৌঃ মোঃ এজাদুল ইসলাম	নির্বাহী প্রকৌশলী	ঠাকুরগাঁও রিজিয়ন	
১৬	মোঃ মনিরুজ্জামান মনির	নির্বাহী প্রকৌশলী	সদর দপ্তর	
১৭	এ টি এম রফিকুল ইসলাম	উপ-ব্যবস্থাপক (কৃষি)	সদর দপ্তর	
১৮	মোঃ হারুন-অর-রশিদ	নির্বাহী প্রকৌশলী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ রিজিয়ন	
১৯	মোঃ তরিকুল ইসলাম	নির্বাহী প্রকৌশলী (ইনচার্জ)	বগুড়া রিজিয়ন	
২০	রুবিনা খাতুন	নির্বাহী প্রকৌশলী	সদর দপ্তর	
২১	মোঃ সমশের আলী	নির্বাহী প্রকৌশলী	রাজশাহী রিজিয়ন	
২২	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	মনিটরিং অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)	সদর দপ্তর	
২৩	মোঃ রোকনুজ্জামান বিশ্বাস	হিসাব রক্ষন অফিসার	সদর দপ্তর	
২৪	শ্রী বাসুদেব চন্দ্র মহন্ত	হিসাব রক্ষন অফিসার-২	সদর দপ্তর	
২৫	মোঃ মাহফুজুল হক	পি আর ও	সদর দপ্তর	
২৬	মোঃ তোফাজ্জল আলী সরকার	সহকারী প্রকৌশলী	সদর দপ্তর	
২৭	মোঃ নাজমুল হুদা	সহকারী প্রকৌশলী	সদর দপ্তর	
২৮	মোঃ রফিকুল হাসান	সহকারী প্রকৌশলী	সদর দপ্তর	
২৯	মোঃ মনিরুল ইসলাম	সহকারী প্রকৌশলী	সদর দপ্তর	
৩০	মোঃ রেজাউল ইসলাম	সহকারী প্রকৌশলী	সদর দপ্তর	
৩১	কাজী শামীম আরা	রসায়নবিদ	সদর দপ্তর	
৩২	মোঃ সেলিম কবীর	সহকারী ব্যবস্থাপক (কৃষি)	আমনুরা জোন	
৩৩	মোঃ মনিরুল ইসলাম	সহকারী ব্যবস্থাপক (কৃষি)	সদর দপ্তর	
৩৪	সৈয়দ জিল্লুল বারী	সহকারী প্রকৌশলী	গোদাগাড়ী-১ জোন	
৩৫	জি এফ এম হাসনুল ইসলাম	সহকারী প্রকৌশলী	গোদাগাড়ী-২ জোন	
৩৬	মোঃ শরিফুল ইসলাম	সহকারী প্রকৌশলী	তানোর জোন	
৩৭	এ এস এম দেলোয়ার হোসেন	সহকারী প্রকৌশলী	পবা জোন	
৩৮	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী	মোহনপুর জোন	
৩৯	মোহাঃ শফিকুল ইসলাম	সহকারী প্রকৌশলী	বাগমারা জোন	
৪০	কাজী আশেকুর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী	দূর্গাপুর জোন	
৪১	মোঃ সেলিম রেজা	সহকারী প্রকৌশলী	পুঠিয়া জোন	
৪২	মোঃ আতিকুর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জোন	
৪৩	মিজানুর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী	গোমস্তাপুর জোন	
৪৪	শাহ্ মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম	সহকারী প্রকৌশলী	নাচোল জোন	
৪৫	শ্রী নিশিকান্ত প্রাং	সহকারী প্রকৌশলী	ভোলাহাট জোন	
৪৬	মোঃ হারুন-অর-রশিদ	সহকারী প্রকৌশলী	বদলগাছী জোন	
৪৭	মোঃ মাহফুজুর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী	মান্দা জোন	
৪৮	মোঃ মতিউর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী	নিয়ামতপুর জোন	
৪৯	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী	নওগাঁ জোন	
৫০	মোঃ তিতুমির রহমান	সহকারী প্রকৌশলী	রাণীনগর জোন	
৫১	আনোয়ার হোসেন	সহকারী প্রকৌশলী	আত্রাই জোন	
৫২	আবু সাদাত মুহাম্মদ সায়েম	সহকারী প্রকৌশলী	মহাদেবপুর জোন	
৫৩	মোঃ আল মামুনুর রশীদ	সহকারী প্রকৌশলী	পত্নীতলা জোন	
৫৪	মোঃ হাবিবুল আহসান	সহকারী প্রকৌশলী	ধামইরহাট জোন	
৫৫	মোঃ রেজাউল করিম	সহকারী প্রকৌশলী	সাপাহার জোন	
৫৬	মোঃ শহীদুল ইসলাম	সহকারী প্রকৌশলী	পোরশা জোন	
৫৭	মোঃ ইন্তেখাফ আলম	সহকারী প্রকৌশলী	জয়পুরহাট জোন	

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	কর্মস্থল	মন্তব্য
৫৮	মোঃ তারিক আজিজ	সহকারী প্রকৌশলী	ক্ষেতলাল জোন	
৫৯	মোঃ মোকতাদিউর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী	বগুড়া জোন	
৬০	মোঃ শাহাদাত হোসেন	সহকারী প্রকৌশলী	চাটমোহর জোন	
৬১	মুহাম্মদ কামরুজ্জামান	সহকারী প্রকৌশলী	সিরাজগঞ্জ জোন	
৬২	সাইফুল্লাহার	সহকারী প্রকৌশলী	পাবনা জোন	
৬৩	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	সহকারী প্রকৌশলী	বদরগঞ্জ জোন	
৬৪	মুহাম্মদ আহসানুল করিম	সহকারী প্রকৌশলী	নাটোর জোন	
৬৫	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সহকারী প্রকৌশলী	বড়াইগ্রাম জোন	
৬৬	শফিকুল ইসলাম	সহকারী প্রকৌশলী	ঠাকুরগাঁও জোন	
৬৭	মোঃ খায়রুল আলম	সহকারী প্রকৌশলী	পীরগঞ্জ জোন	
৬৮	মোঃ নজরুল ইসলাম	সহকারী প্রকৌশলী	পীরগঞ্জ জোন (রংপুর)	
৬৯	সৈয়দ মোঃ মিজানুর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী	পীরগাছা জোন	
৭০	মোঃ মোশাররফ হোসেন	সহকারী প্রকৌশলী	রাণীশংকৈল জোন	
৭১	এস এম মিজানুর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী	দিনাজপুর জোন	
৭২	মোঃ কাজিমুদ্দীন	সহকারী প্রকৌশলী	কাহারোল জোন	
৭৩	মোঃ ইকবাল হোসেন	সহকারী প্রকৌশলী	বোচাগঞ্জ জোন	
৭৪	বাসুদেব দে	সহকারী প্রকৌশলী	পার্বতীপুর জোন	
৭৫	মোঃ আজমল হক	সহকারী প্রকৌশলী	ফুলবাড়ী জোন	
৭৬	মোঃ জোহরুল ইসলাম	সহকারী প্রকৌশলী	দেবীগঞ্জ জোন	
৭৭	মোঃ শফিকুল ইসলাম	সহকারী প্রকৌশলী	গাইবান্ধা জোন	
৭৮	মোঃ ফরিদুল ইসলাম	সহকারী প্রকৌশলী	পঞ্চগড় জোন	
৭৯	এ কে এম ওবায়দুল্লাহ	সহকারী প্রকৌশলী	গোবিন্দগঞ্জ জোন	
৮০	মোঃ আলী হোসেন	সহকারী প্রকৌশলী	সাদুল্যাপুর জোন	
৮১	সৈয়দ আব্দুল আহাদ	সহকারী প্রকৌশলী	রংপুর সার্কেল	
৮২	মোঃ আলমগীর কবীর	সহকারী প্রকৌশলী	মিঠাপুকুর জোন	
৮৩	প্রকৌঃ মোঃ জামিনুর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী	রংপুর জোন	
৮৪	প্রকৌঃ এম মোস্তাক আহম্মেদ সরকার	সহকারী প্রকৌশলী	তারাগঞ্জ জোন	
৮৫	আলমগীর মোঃ রুহুল ইসলাম	সহকারী প্রকৌশলী	নীলফামারী জোন	
৮৬	মোঃ রেজাউল করিম	সহকারী প্রকৌশলী	নাগেশ্বরী জোন	
৮৭	মোঃ মুসাইদ মাসরুর	সহকারী প্রকৌশলী	উলীপুর জোন	
৮৮	এ কে এম মশিউর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী	লালমনিরহাট জোন	
৮৯	মোঃ গোলাম মোস্তফা	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	সদর দপ্তর	

(মোঃ আশরাফুল ইসলাম)
সহকারী প্রোগ্রামার
ও
মনিটরিং অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)।